ড. গওহার মুশতাক

[ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের পার্থক্য,
নারীবাদ, নারীস্বাধীনতা ও হিজাব]

নারী ও হিজাব

[ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের পার্থক্য,
নারীবাদ, নারীস্বাধীনতা ও হিজাব]

নারী ও হিজাব

ড. গওহার মুশতাক

অনুবাদক
শাহেদ হাসান

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৬০, US $ 15, UK £ 10

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-1-1

Nari o Hijab
by **Dr. Gohar Mushtaq**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

হিজাব পরিধানের ইসলামি নির্দেশনা নারীকে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেয়। হিজাব পরে মুসলিম নারীরা তাদের পবিত্র দেহকে বাইরের মানুষদের চোরা-অশুভ দৃষ্টি থেকে হিফাজত করেন। হিজাব 'নৈতিকতার রেইনকোট', যা তাকে আধুনিকতার ঝড় থেকে বাঁচায়। তা ছাড়া শরিয়তও নারীর হিজাবের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। হিজাবের কারণেই নারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব আরও সমুন্নত হয়।

বিশ্ব এখন পরিবারব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে; অথচ ইসলাম একে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। দুনিয়ার কোথাও ইসলাম না থাকলেও মানুষ অন্তত তার ঘরের ভেতর ইসলাম টিকিয়ে রাখতে পারে। এ জন্য বর্তমানে এমন একটি গ্রন্থের দরকার ছিল, যা আধুনিক সমাজবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে ইসলামে নারীদের অবস্থান পরিষ্কার করবে।

ড. গওহার মুশতাকের *দ্য হিজাব : লিবারেশন অর অপ্রেশন* গ্রন্থটি ইসলামের সমাজব্যবস্থার ওপর গবেষণাধর্মী একটি কাজ। এখানে ইসলামে হিজাবের গুরুত্ব নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও বরেণ্য আলিমদের থেকে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিমসমাজে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশার প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা থেকেও প্রচুর গবেষণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে সামাজিক পরিবেশে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশার সঠিক পন্থাকে সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করছি ইসলামে নারীদের অবস্থান নিয়ে প্রচলিত অসংখ্য ভুল ধারণা খণ্ডন করতে সক্ষম হবে গ্রন্থটি।

নারী ও হিজাব গ্রন্থটি কালান্তর থেকে প্রকাশিত ড. গওহার মুশতাকের তৃতীয় গ্রন্থ। এর আগে *বিয়ে ও ডিভোর্স* এবং *কুরআন-সুন্নাহ ও বিজ্ঞানের আলোকে দাড়ি* নামে দুটি গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, পাঠক দুটি গ্রন্থই সাদরে গ্রহণ করেছেন।

পরিবারবিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে *নারী ও হিজাব*, *বিয়ে ও ডিভোর্স* ছাড়াও আল্লামা তাকি উসমানির *পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার* নামে গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। এ ছাড়া দাম্পত্যজীবনের নানা দিক নিয়ে রচিত মুফতি মুহাম্মাদ ইবনু আদাম আল

কাওসারির *দাম্পত্য রসায়ন* নামে আরেকটি গ্রন্থ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সঙ্গে আমরা প্রকাশ করেছি। গ্রন্থগুলো আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে মনে করি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন শাহেদ হাসান। ইতিমধ্যে তাঁর অনূদিত কালান্তর প্রকাশিত কয়েকটি বই পাঠকের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর ভাষা-বানান ও সম্পাদনার কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। আমি নিজেও আদ্যোপান্ত পড়েছি, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছি।

আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদকসহ গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সূচিপত্র

অবতরণিকা # ১৩

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

নারী : সমাজের মৌলিক কাঠামো # ১৯

এক : ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মুসলিম নারীর ক্ষমতা ২৪

দুই : যেসব ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে এগিয়ে ২৫

তিন : পারিবারিক বন্ধনে নারীর ভূমিকা ২৭

চার : পুণ্যবতী নারী সবচেয়ে মূল্যবান ২৭

পাঁচ : নারীবাদ বনাম আধুনিক বিজ্ঞান ২৮

ছয় : লিঙ্গসমতার স্বপ্নের কী ঘটল ২৯

সাত : নারী স্বাধীনতা : কার লাভ কার ক্ষতি ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক যুগে নারী-শোষণ # ৩২

এক : স্বাধীন নারীরা আধুনিক যুগে যেসব সমস্যায় ভোগে ৩৩

দুই : নারী-স্বাধীনতা না অধঃপতন ৩৫

তিন : মিডিয়ায় নারীকে যৌনপণ্য হিসেবে প্রদর্শন এবং এর মানসিক প্রভাব ৩৬

চার : মিডিয়ার বিউটি এন্ড দ্য বিস্ট ৩৮

পাঁচ : সৌন্দর্য যখন সামাজিক সমস্যা : পুরুষের দৃষ্টিতে মিডিয়ার প্রভাব ৪০

তৃতীয় অধ্যায়

ছেলে-মেয়ে বেড়ে ওঠে ভিন্নভাবে : বৈজ্ঞানিক প্রমাণ # ৪৩

এক : ছেলে ও মেয়ের মস্তিষ্কের বিকাশগত পার্থক্য ৪৩

দুই : ছেলে ও মেয়ের খেলাধুলায় ভিন্নতা ৪৫
তিন : নারী-পুরুষের আচরণে হরমোনের প্রভাব ৪৬
চার : নারী-পুরুষের ভিন্নভাবে আবেগ প্রক্রিয়াকরণ ৪৭
পাঁচ : টেস্টোস্টেরন : পুরুষের যৌনকামনা ও আগ্রাসনের পেছনে দায়ী হরমোন ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

একলৈঙ্গিক শিক্ষাব্যবস্থা : লাভ-ক্ষতি # ৪৯

এক : সহশিক্ষার মানসিক ক্ষতি ৫০
দুই : ছেলে ও মেয়ে শেখে ভিন্নভাবে ৫১
তিন : নারী-পুরুষের শ্রবণদক্ষতার পার্থক্য ৫২
চার : তাদের মস্তিষ্ক ভিন্নভাবে চাপ সামাল দেয় ৫৩
পাঁচ : সহশিক্ষার সুদূরপ্রসারী বিষময় প্রভাব ৫৪
ছয় : সহশিক্ষার পরিবেশে মেয়েদের যৌন-নিপীড়নের শিকার হওয়া ৫৭
সাত : সহশিক্ষামূলক স্কুলে কৈশোরে গর্ভাবস্থার উচ্চহার ৫৮
আট : মেয়েরা কি পুরুষ শিক্ষক থেকে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে ৫৯
নয় : একলৈঙ্গিক শিক্ষার সফলতা : বাস্তব প্রমাণ ৬০
দশ : বিশ্বজুড়ে সহশিক্ষা ৬১

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাতৃত্ব ও সংসার পরিচালনা # ৬৯

এক : মা : পরিবারের খুঁটি ৭০
দুই : মায়েদের প্রতি আমাদের হৃদ্যতার জৈবিক ভিত্তি ৭৩
তিন : লালনপালনের ভূমিকায় মা ৭৫
চার : স্তন্যপান অপরিহার্য ৭৭
পাঁচ : স্তন্যপান ও শিশুর সামাজিক দক্ষতা ৭৮
ছয় : স্তন্যপান ও শিশুর মানবীকরণ ৭৯
সাত : ঘরে মায়ের অবস্থান : অনৈতিকতার বিরুদ্ধে শেষ ঘাঁটি ৮১
আট : মাতৃত্ব, বাচনদক্ষতা ও অক্ষরজ্ঞান ৮২
নয় : শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার ও বৃদ্ধাশ্রম ৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্যারিয়ার না পরিবার—নারীরা কী চায় # ৮৫

এক : কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ৮৬
দুই : আমেরিকার গৃহিণীরা কেমন আছেন ৮৭
তিন : মাসিকের সময় মহিলাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন ৮৯
চার : সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যে চাকরিজীবী পিতা-মাতার প্রভাব ৯২
পাঁচ : পুরুষেরা নারীদের প্রতিরক্ষাকারী ৯৩
ছয় : ইয়াহুদিদের ওপর চালানো সোশাল ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপেরিমেন্ট ৯৭
সাত : নারী না পুরুষ—ঘরের কাজে কে বেশি দক্ষ ৯৮

সপ্তম অধ্যায়

নারী-পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা কেন # ১০১

এক : নিজেদের মধ্যে মেলামেশায় নারীরা স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস বোধ করে ১০২
দুই : যুবতী মেয়েদের কাছে ঘরই নিরাপদ আশ্রয় ১০৩
তিন : লিঙ্গ পৃথকীকরণের সুবিধা : মুসলিমসমাজে এর উদাহরণ ১০৫
চার : নারীদের আন্তঃব্যক্তিক আচরণ ১০৭
পাঁচ : হিজাব ও ইসলামে প্রাইভেসির ধারণা ১০৯

অষ্টম অধ্যায়

শরিয়তের আলোকে নিকাব # ১১২

এক : হিজাব ও নিকাবের ব্যাপারে কুরআনের অবস্থান ১১৪
দুই : হিজাব-নিকাবের ব্যাপারে হাদিস থেকে দলিল ১২১
তিন : হিজাব-নিকাবের ব্যাপারে রাসুলের সাহাবিদের অবস্থান ১২৭
চার : হিজাব-নিকাবের ব্যাপারে আলিমদের অবস্থান ১২৮
পাঁচ : হিজাবের ফরজ শর্ত ১৩২
ছয় : নিকাবসহ না নিকাব ছাড়া হিজাব ১৩৫

নবম অধ্যায়

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে নিকাব # ১৩৬

এক : লজ্জাশীলতা ও নারীদের মনস্তত্ত্ব ১৩৭
দুই : নিকাবের উদ্দেশ্য : নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৩৯
তিন : মানব সৌন্দর্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক চেহারা ১৪০
চার : নারী-পুরুষের চাওয়া কী ১৪২
পাঁচ : 'আপনি অনুভব করবেন কেউ আপনার দিকে চেয়ে আছে' ১৪৫
ছয় : নারীর হীনম্মন্যতার পেছনে পুরুষের দৃষ্টিপাত ১৪৮
সাত : বিয়েপূর্ব প্রেম, ডেটিং ও বিয়ের আগে সঙ্গী চেনা ১৫০
আট : দেখার মাধ্যমে পুরুষ উত্তেজিত হয়, নারীরা হয় না ১৫৫
নয় : নিকাব পরিধানের স্বাস্থ্যগত উপকার ১৫৬
দশ : মেডিক্যাল ফেইস মাস্ক না মেডিক্যাল নিকাব ১৫৬

দশম অধ্যায়

উপনিবেশপূর্ব মুসলিমসমাজে নিকাব # ১৬২

এক : উপনিবেশবাদ ও মুসলিম নারীদের পর্দা ১৬৩
দুই : ইউরোপীয় পর্যটক ও দর্শনার্থীদের থেকে মুসলিম নারীর পর্দার প্রমাণ ১৬৪
তিন : নিকাব সরিয়ে মুসলিম নারীর বাধা দূরীকরণ ১৬৭
চার : মুসলিম দেশে নিকাবের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ১৭০

একাদশ অধ্যায়

ইসলামে নারীর স্বাধীনতা # ১৭২

এক : ইসলাম ও সমাজে নারীর ন্যায়বিচার ১৭২
দুই : নিকাব কি মুসলিম নারীদের বাইরে যাওয়া থেকে বাধা দেয় ১৭৭
তিন : নিকাবের উপকারিতা ১৭৯
চার : নিকাব নারীকে পুরুষের চোরাদৃষ্টি থেকে হিফাজত করে ১৮১
পাঁচ : নারী আলিম ১৮৩
ছয় : ইসলামগ্রহণে পুরুষের চেয়ে নারীদের আগ্রহ বেশি ১৮৬

দ্বাদশ অধ্যায়

হিজাব-নিকাবে ফিরে আসা নারীদের গল্প # ১৮৯

এক : হিজাবের প্রত্যাবর্তন ১৮৯
দুই : পর্দার প্রতি ইভান রিডলির ভালোবাসা ১৯৪
তিন : জাপানি নারীর ইসলামে ফেরা ১৯৭
চার : বিকিনি ছেড়ে নিকাব : নারীস্বাধীনতার নতুন দৃষ্টান্ত ১৯৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শেষ কথা # ২০২

এক : ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে নারীবান্ধব ধর্ম ২০২
দুই : মুসলিম নারীর আপন রূপ ২০৪

অবতরণিকা

ড. গওহার মুশতাকের *দ্য হিজাব : লিবারেশন অর অপ্রেশন* গ্রন্থটি ইসলামের সমাজব্যবস্থার ওপর গবেষণাধর্মী একটি কাজ। এখানে ইসলামে হিজাবের গুরুত্ব নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও আলিমদের থেকে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামি সমাজে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশার প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। এ ছাড়া সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা থেকেও প্রচুর গবেষণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি এমন এক উপযুক্ত সময়ে বের হচ্ছে, যখন ফ্রান্স, ব্রিটেন ও হল্যান্ডের মতো লিবারেল দেশগুলোতে মুসলিম নারীদের নিকাব একটি হট টপিকে পরিণত হয়েছে। আক্রমণের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যে 'একটুকরো ছোট কাপড়' দিয়ে মুসলিম নারীরা তাদের চেহারা ঢেকে রাখেন, এটা নিয়েই এই নামধারী সেকুলাররা চরম ভীত। ফলে জনসম্মুখে নিকাব পরাকে তারা নিষিদ্ধ করতে চাচ্ছে। নিকাব নয় বরং মুসলিম নারীদের পবিত্র ও দীপ্তিমান চেহারাই এই শক্তিশালী দেশগুলোর ভীতির কারণ। এটা আশ্চর্যজনকই বটে!

আধুনিকতার নামে চোখগুলো যখন ফিতনার আগুনে ঝলসে যাচ্ছে, 'হায়া' যখন তার মূল্য হারিয়েছে এবং অনেক মুসলিম প্রকৃত ইসলাম ছেড়ে পশ্চিমা নামধারী ইসলাম গ্রহণ করছে, ঠিক এমন সময় গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়া কতটা গুরত্বের দাবিদার, তা বলাই বাহুল্য। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি পুরো জাহানের রব।

—মারইয়াম জামিলা (পূর্বনাম মার্গারেট মারকাস)[১]

[১] একজন আমেরিকান-পাকিস্তানি লেখক, যিনি ইসলামি সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত ৩০টিরও বেশি গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি পশ্চিমাবিশ্ব ও ইসলাম সম্পর্কে রক্ষণশীল একজন নারীকণ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নিউ ইয়র্ক শহরে এক অবহেলিত ইয়াহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মার্গারেট মারকাস ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ভূমিকা

সামাজিক পরিবেশে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশার সঠিক পন্থাকে সহজভাবে উপস্থাপন করা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লক্ষ্য। মহান আল্লাহ নারী-পুরুষকে যে মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, এই গ্রন্থপাঠে তা উপলব্ধি করা যাবে। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি কেবল অযৌক্তিকই নয়; বরং এটা যে মানব-অস্তিত্বের জন্য হুমকি, তা গঠনমূলক বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে গ্রন্থটি প্রমাণ করবে। এই গ্রন্থে উপস্থাপিত সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো স্রষ্টার নিপুণ কারুকাজের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। পারিবারিক জীবন এবং স্রষ্টানির্ধারিত নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন কর্মপ্রকৃতির গুরুত্বও অনুধাবন করা যাবে।

নারী-পুরুষের প্রকৃতি ও কাজের ধরন ভিন্ন। এ পার্থক্যগুলো উপলব্ধি করা এবং এগুলোর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের ওপর সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

'নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই, কেবল প্রজননকাজ ও দৈহিক গঠনেই তাদের পার্থক্য'—এমন উদ্ভট দাবি নিয়ে উগ্র নারীবাদীরা বহুদিন ধরে তর্ক করে আসছে। এই নারীবাদীদের মতে, নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বাহ্যিক পার্থক্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীদের ওপর দমনমূলক আচরণের ফল।[২] এ ছাড়া মিডিয়ার সম্মোহনী শক্তি ব্যবহার করে নারীবাদের বংশীবাদকরা অনেক তরুণীকে পবিত্র ও শালীনতাময় জীবনের গণ্ডি থেকে বের করে এনেছে।[৩]

একই ঘটনা মুসলিম দেশগুলোতেও দেখা যায়, যেখানে মুসলিম নারীবাদী ও মডার্নিস্ট আলিমরা ৬০-এর দশকে পড়ে আছে। এ দলটাও দাবি করে, নারী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক কোনো পার্থক্য নেই, সুতরাং একলৈঙ্গিক সমাজ গঠন করা সম্ভব। তবে এ দাবিগুলোর পেছনে যতটা-না বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তার চেয়েও বেশি আছে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। মুসলিম নারীদের হিজাব থেকে বের করতে, নিরাপদ ঘরের ভেতর থেকে বের করে বাজার বা করপোরেট দুনিয়ায় আনতে মডার্নিস্ট ও

[২] Gilder, *Men and Marriage*.
[৩] Graglia, *Domestic Tranquility*.

নারীবাদী মুসলিম চিন্তাবিদরা চটকদার সব স্লোগান ব্যবহার করে, যেন নিজেদের স্বার্থে তাদের শোষণ করা যায়; নারীদের যৌনায়িতকরণের দ্বারা নিজেদের বিকৃত লালসা মেটানো যায়। মডার্নিস্ট আলিমদের স্লোগান ও কথাবার্তা বেশ চটকদার এবং শুনতে ভালো লাগলেও তাতে ইসলামের প্রকৃত চেতনার কোনো রেশ নেই।

পুরো বিশ্ব এখন পরিবারব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে; অথচ ইসলাম একে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। দুনিয়ার কোথাও ইসলাম না থাকলেও মানুষ অন্তত তার ঘরের ভেতর ইসলাম টিকিয়ে রাখতে পারে। এ জন্য বর্তমানে এমন একটি গ্রন্থের দরকার ছিল, যা আধুনিক সমাজবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে ইসলামে নারীদের অবস্থান পরিষ্কার করবে।

আশা করছি, ইসলামে নারীদের অবস্থান নিয়ে প্রচলিত অসংখ্য ভুল ধারণা খণ্ডন করতে সক্ষম হবে গ্রন্থটি। আমি আমার উত্থাপিত প্রতিটি দাবি ও যুক্তির পেছনে দলিল হিসেবে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা উল্লেখের চেষ্টা করেছি।

আমাদের কাছে এখন সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে, যা স্পষ্টতই নির্দেশ করে—নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য জন্মগ্রহণের আগেই শুরু হয় এবং এর সুগভীর জৈবিক ভিত্তি আছে। বিজ্ঞানীরাও এ পার্থক্যগুলোকে ফ্যাক্ট অর্থাৎ প্রমাণিত সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তবে সাধারণ মানুষ (তাদের মধ্যে মুসলিমবিশ্বের অনেক মডার্নিস্ট ও নারীবাদীও আছেন) 'ব্রেইন সেক্স' নামক বিজ্ঞানের নতুন এই শাখা সম্পর্কে তুলনামূলক অনবগত। ব্রেইন সেক্সের আইডিয়া হচ্ছে, শিশুদের জন্মের আগে মায়ের পেটে ভ্রূণ থাকাকালেই ছেলে-মেয়ের মস্তিষ্কের গঠনে পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়।

আধুনিক পশ্চিমাসমাজ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অলিখিত একটি ড্রেসকোড তৈরি করে দিয়েছে। সাধারণত একজন পুরুষের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য পোশাক হচ্ছে লম্বা, ঢিলেঢালা প্যান্ট ও ফুলহাতা শার্ট। অন্যদিকে নারীর ক্ষেত্রে সেটা খাটো পোশাক বা স্কার্ট; কাঁধ পর্যন্ত পোশাক অর্থাৎ যেখানে পুরো হাত ও বুকের অধিকাংশ উন্মুক্ত থাকে। পুরুষ যত পোশাক পরবে তত ভালো; আর নারীদের পোশাক যত কম হবে, চামড়া যত উন্মুক্ত থাকবে, পশ্চিমাদের কাছে সেটা ততই গ্রহণযোগ্য।

আধুনিক সমাজের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, নারীদেহকে সমূহ উপায়ে শোষণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন ও মিডিয়ায় নারীদের অশালীন ছবিপ্রদর্শনে প্রচুর টাকা ঢালা হচ্ছে, মুনাফাও করা হচ্ছে। প্রদর্শিত এসব অশালীন ছবির ক্ষতিকর দিক কী, সেটা বলাই বাহুল্য।

সংস্কৃতি-সমালোচক নিল পোস্টম্যানের মতে, আমাদের ছবিনির্ভর সমাজ যৌনলালসার

নেশায় উন্মত্ত। এখন ক্যামেরা শিশুদের দিকে ফিরেছে, তাদের নিষ্পাপতা কেড়ে নিচ্ছে। পোস্টম্যান লিখেছেন, 'আধুনিক যুগে মিডিয়া বিশাল ভূমিকা রাখে। এটা পুরো সমাজকে সর্বদা যৌনতাড়িত অবস্থায় রাখে। যৌনতাকে সবার জন্য সহজলভ্য পণ্যে রূপান্তর করা হয়েছে।'[৪]

এটা এনলাইটেনমেন্টের যুগ, যেখানে নারীর কুমারিত্বের মূল্যায়ন করা হয় না এবং পুরুষেরাও তাদের পরিবারের নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেছে। এ হারানো নৈতিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে এবং হিজাবের গুরুত্ব তুলে ধরতে গ্রন্থটি রচনা করি।

ইসলাম নারীর সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী, যদিও কথাটি প্রচলিত ধারণার বিপরীত। আর হিজাব পরিধানের ইসলামি নির্দেশনা নারীকে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেয়। হিজাব পরে মুসলিম নারীরা তাদের পবিত্র দেহকে বাইরের মানুষদের চোরা-অশুভ দৃষ্টি থেকে হিফাজত করেন। হিজাব 'নৈতিকতার রেইনকোট', যা তাকে আধুনিকতার ঝড় থেকে বাঁচায়।

গ্রন্থটি রচনা ও প্রকাশে যারা আমাকে সহায়তা করেছেন, সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। এ ছাড়া গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ধৈর্যসহকারে পড়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মূল্যবান মন্তব্য দেওয়ায় ইমাম ড. তারিক শেব্বিকে বিশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি। ইমাম শেব্বির সঙ্গে ছাত্র হিসেবে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক হজ গ্রুপের সঙ্গে হজ করার সময়। এরপর থেকে তাঁর থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। গোটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে চিন্তা উদ্রেককারী মন্তব্যের জন্য ভাই জেমস বেসাদার প্রতিও কৃতজ্ঞ। তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার চাপের ফাঁকেও আমার কাজটি করে দিয়েছেন। ফাইনাল ড্রাফটে মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য মাওলানা জুনায়েদ ও মুফতি আবদুল্লাহ নানার কাছে ঋণী। আমার দুই মেয়ে হিদায়া ও হারেমকে (গ্রন্থটি রচনার সময় তাদের বয়স যথাক্রমে ১২ ও ৮) ধন্যবাদ দিতে চাই; হিজাবের প্রতি তাদের ভালোবাসা আমাকে গ্রন্থটি রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। এ ছাড়া আমার স্ত্রী সাদিয়াও সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবিদার—তাঁর সহায়তা ও নারীত্বপূর্ণ মনোভাবের সংস্পর্শ না পেলে গ্রন্থটি হয়তো আলোর মুখ দেখত না।

[৪] Postman, *Conscientious Objections*.

প্রথম অধ্যায়

নারী : সমাজের মৌলিক কাঠামো

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেই দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সূরা নিসা : ১]

নারী-পুরুষ উভয় এসেছে একই স্থান থেকে, তাই মানবতার দিক থেকে তারা সমকক্ষ। স্রষ্টার প্রশংসাজ্ঞাপন ও উপাসনার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য করেনি ইসলাম। ফলে নারীদের নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। ইসলামে নারীর মর্যাদা সমতা ও সম্মানের। কুরআন স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে ঘোষণা করেছে,

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾

তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক। [সূরা বাকারা : ১৮৭]

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ককে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখে। স্বামী পূর্ণতা দেন স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে। ইসলামের সমাজব্যবস্থা মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্রষ্টার হুকুমের ভিত্তিতে গঠিত। আল্লাহর নির্ধারিত প্রকৃতি ও নিয়মনীতির বাইরে